ভুট্টার পাতা ঝলসানো রোগ

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

রোগ পরিচিতি:

ভুট্টা বাংলাদেশের জন্য একটি উচ্চ ফলন ক্ষমতা সম্পন্ন সম্ভাবনাময় ফসল। ভুট্টার পাতা ঝলসানো রোগ এর বিভিন্ন রোগ ও পোকামাকড়ের মধ্যে অন্যতম। *Heliminthosporium turcicum, Heliminthosporium maydis* নামক ছত্রাকদ্বয় এ রোগ ঘটায়। প্রথম ছত্রাকটি দ্বারা আমাদের দেশে ভুট্টার পাতা ঝলসানো রোগ বেশি হতে দেখা যায়। এ রোগের জীবানু গাছের আক্রান্ত অংশে অনেক দিন বেঁচে থাকে। জীবানুর জীবকণা বা কনিডিয়া বাতাসের সাহায্যে অনেক দূর পর্যন্ত সুস্থ গাছে ছড়াতে পারে।

রোগের লক্ষণ:

যে কোন বয়সের ভুট্টা গাছে এ রোগ দেখা যেতে পারে। এ রোগের লক্ষণ হল প্রথমত গাছের গোড়ার দিকের পাতায় ধূসর বর্ণের দাগ পড়ে। দাগগুলো আস্তে আস্তে বড় হয়ে এক সময় সম্পূর্ণ পাতা দ্রুত শুকিয়ে যায়। ধীরে ধীরে আগার দিকের পাতাগুলো আক্রান্ত হয়। এ রোগে আক্রান্ত গাছের পাতা ও কান্ড লিকলিকে হয়ে যায়। *Heliminthosporium turcicum* দ্বারা আক্রান্ত গাছের নিচের দিকের পাতায় লম্বাটে ধূসর বর্ণের দাগ দেখা যায়। পরবর্তী কালে গাছের উপরের অংশে তা বিস্তার লাভ করে। রোগের প্রকোপ বেশী হলে পাতা আগাম শুকিয়ে যায় এবং গাছ মরে যায়।

ছবি: আক্রান্ত পাতা ও গাছ

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা:

১। রোগ প্রতিরোধী জাত (মোহর) ব্যবহার করতে হবে।

২। কাটার পর ভুট্টার পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

৩। শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে।

৪। আক্রমণ দেখা দেয়ার প্রথমিক পর্যায়ে প্রোপিকোনাজল গ্রুপের টিল্ট ২৫০ ইসি ১০ মিলি/লিটার হারে অথবা প্রোটাফ ২৫০ ইসি বা প্রাউড ২৫০ ইসি ১ মিলি/লিটার হারে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার প্রয়োজন মত স্প্রে করতে হবে।

আরো তথ্যেরজন্য:
পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং,ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫। E-mail: dppw@dae.gov.bd
বিস্তারিত জানার জন্য আপনার নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি অফিসার অথবা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন